চিত্র-মায়ার অর্ঘ্য-
ভগবান
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

প্রযোজনা ও পরিচালনা
দেবকীকুমার বসু

তত্ত্বাবধানে : অপূর্ব মিত্র। চলচ্চিত্রায়নে : বিশু চক্রবর্তী। সংগীত পরিচালনায় : কমল দাশগুপ্ত। সুর-যোজনায় : কমল দাশগুপ্ত ও গোবিন্দগোপাল। শব্দচিত্র-লেখনে : লোকেন বসু। অতিরিক্ত শব্দারোপে : মধু শীল। শিল্প-তত্ত্বাবধানে : সৌরেন সেন। শিল্প-নির্দেশে : কার্তিক বসু। চিত্র-সম্পাদনায় : গোবর্ধন অধিকারী। কর্মসচিব : বৈদ্যনাথ মজুমদার। পরিচালনা-সহযোগিতায় : বিজলীবরণ সেন, অমিত মৈত্র, কনকবরণ সেন, হীরেন চৌধুরী, বৈদ্যনাথ রায়, রেণুপদ দাস ও লিলি সাহা। ব্যবস্থাপনায় : নীরদবরণ সেন। রূপ-সজ্জায় : ত্রিলোচন পাল। স্থিরচিত্র-গ্রহণে : স্টুডিও স্যাঙ্রী-লা। প্রচার-সজ্জাপরিবেশনে : আর্টিস্টস্ সার্কেল ও অসীম মুখোপাধ্যায় (ব্রাইট স্পট)। সহযোগী কর্মীবৃন্দ : চলচ্চিত্রায়নে—কে, এ, রেজা, সমীর ভট্টাচার্য, বলু দাশগুপ্ত ও গোরা মল্লিক। শব্দ-চিত্রলেখনে—তপন ঘোষ ও অমলেন্দু ঘোষ। সুর-যোজনায় : জানকী দত্ত। শিল্প-নির্দেশে : অতি দাস, নিশীথ সেন ও প্রমোদ সেন। চিত্র-সম্পাদনায়—মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেখর চন্দ। রূপসজ্জায়—দেবী হালদার ও বিনয় নন্দন। ব্যবস্থাপনায়—বীরেন মুখোপাধ্যায় ও শিবপদ মিত্র। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিও লিঃ ও ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিও-তে আর-সি-এ শব্দধারক-যন্ত্রে গৃহীত। চিত্র-পরিস্ফুটন-শিল্পে—বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীজ লিমিটেড। মৃৎশিল্পী : রামনিবাস ভট্টাঃ।

প্রচার-পরিচালনায় : সুধীরেন্দ্র সান্যাল।

প্রায় পাঁচশ বছর আগেকার কথা। নবদ্বীপ ছিল তখনকার বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ।

সেদিন কি এক উৎসব উপলক্ষ্যে নগরীর পথ দিয়ে পবিত্র যজ্ঞের হোমাগ্নি বহন করে চলেছেন নবদ্বীপের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ। অন্ধ গুহক-চণ্ডালের ছেলে বেণু তার বাবার হারানো চোখ দুটি ফিরে পাবার প্রত্যাশায় স্পর্শ করে ফেলে যজ্ঞপাত্র—ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ চাপালগোপাল প্রহার করেন বালককে। ঠিক সেই সময় সংসারে বীতস্পৃহ এক নটীর শিবিকা এসে পড়ে শোভাযাত্রার সামনে। পতিতা ব'লে তাকে রাজপথ থেকে সরে যেতে বল্লেন ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু নটী জানায় প্রতিবাদ। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের দল পতিতা নটী ও অস্পৃশ্য চণ্ডালের স্পর্দ্ধায় বিচলিত হ'য়ে ওঠেন—অভিযোগ করেন নগর-কোটাল জগন্নাথ-মাধবের কাছে। তাঁরা একথাও জানান যে এই স্পর্দ্ধার পেছনে আছে নবদ্বীপের বৈষ্ণবসমাজের প্ররোচনা—যারা আজ অপ্রতিহত গতিতে প্রচার করে চলেছে মানুষে-মানুষে ভেদ-বিলুপ্তির বাণী। সুতরাং তাদের সমস্ত আক্রোশ পুঞ্জীভূত হ'য়ে ওঠে বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে।

এমনি সময়ে নবদ্বীপের একান্তে পরম বৈষ্ণব অদ্বৈতের আশ্রমে চলেছে অবিরাম কাতর আহ্বান : "তুমি যে বলেছিলে.....যদাযদাহি ধর্মস্য"...

বৃন্দাবন থেকে এসেছেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ—এসেছেন ঈশ্বরপুরী ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বাভাস বহন করে।

নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নিমাইকে আহ্বান করেন শ্রীবাস, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যোগদান করতে—কিন্তু নিমাই প্রত্যাখ্যান করেন। তবু শ্রীবাস মনে মনে ভাবেন—"কিন্তু তোমাকে আসতেই হবে একদিন—"

অপমানিতা পতিতা নটী মেনকা নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার পূর্বাহ্নে বাঙলার শেষ স্বাধীন রাজা সুবুদ্ধিরায়ের এক ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান ক'রে যেতে চায় স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত একসহস্র পদ্ম। অদ্বৈত বলেন নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নিমাই পণ্ডিত। কিন্তু নিমাই তখন গয়াধামে পিতৃপুরুষের পারলৌকিক কাজে ব্যস্ত। সুতরাং নটী তখন মত পরিবর্তন করে বলে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকেই সে করবে পদ্মদান। অদ্বৈতাশ্রমের পুরোভাগে সমবেত হন বৈষ্ণবের দল স্বভাবসুলভ বিনম্র-কুণ্ঠায়। কিন্তু কোথা থেকে নিত্যানন্দ ধরে আনেন—দীন, হীন, অস্পৃশ্য অনাথ

আতুরের দল। তিনি বলেন এরাই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব এবং তুলে দেন স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত পদ্ম তাদের হাতে। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণের দল ভাবেন এ তাঁদেরই অপমান করবার দুরভিসন্ধি। তাই তাদের প্ররোচনায় নগরকোটালের পাইক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে জনতার উপর—ছিনিয়ে নেয় পূজার পদ্ম। চরম ধিক্কারে নটী ভাবে—বৈষ্ণবের লাঞ্ছনার সে-ই তো উপলক্ষ্য—আত্মবিসর্জন করতে যায় নটী—কিন্তু নিত্যানন্দ বলেন, "ভগবানের আবির্ভাবের জন্যই প্রয়োজন ছিল এর। যুগে যুগে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে অত্যাচারের চরম মুহূর্তে।" নটীর হাতে একটি নীলপদ্ম তুলে দিয়ে নিত্যানন্দ বলেন : "তুমি এই পদ্ম নাও, তিনি এলে তাঁর পায়ে দিও অর্ঘ্য।"

কিন্তু অকস্মাৎ সমস্ত কোলাহল ভেদ ক'রে ফুটে উঠলো কার কণ্ঠস্বর? "হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো-দীনবন্ধো জগৎপতে"—কে শোনালো ঐ অপূর্ব বাণী? সত্যিই কি এ নবদ্বীপের সেই নিমাই পণ্ডিত—অদ্বৈতের ভাষায় যার হৃদয় পাণ্ডিত্যের প্রখরতায় মরুভূমির মত শুষ্ক হ'য়ে গেছে? কিন্তু, গয়া-প্রত্যাগত, ঈশ্বরপুরী-দীক্ষিত নিমাই তখন কৃষ্ণনামে বিভোর। অদ্বৈতপ্রমুখ বৈষ্ণবগণ লুটিয়ে পড়েন নিমাইয়ের পায়ে। নটী ধূলায় আঁকা তাঁর পদচিহ্নের ওপর নিজেকে লুটিয়ে দেয়।

নিমাইএর এই অকস্মাৎ ভাববৈলক্ষণ্যে বিচলিত হল জননী শচীদেবী—ব্যাকুল হল বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। পুরাতন ভৃত্য ঈশান সান্ত্বনা দেয়—কিন্তু সে যেন মনে হয় প্রতিকারে অক্ষম। শ্রীবাস-অঙ্গনে চলে উৎসবের আয়োজন—কিন্তু নগর-কোটালের আদেশ জারি হয়—কারও ঘরে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম করা চলবে না। নিমাই বলেন, "এ ভালই হোল—গৃহের আগল ভেঙ্গে গেল। আজ থেকে পথে পথে আমরা নাম গান করে বেড়াব।" রাজপথে জগন্নাথ মাধব স্বয়ং আসে বাধা দিতে কিন্তু মহাপ্রভুর প্রেমের পরশে রূপান্তরিত হয় ইতিহাস-বিশ্রুত জগাই মাধাই। তবু ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করতে চান না। এই সময় নিমায়ের শিক্ষাগুরু গঙ্গাধর মিশ্র আসেন নবদ্বীপে। তিনি নিমাইকে বাধা দেন। বলেন, "উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন করে বেড়ানো সনাতন হিন্দুধর্মের বিরোধী"। নিমাই জবাব দেন, "কৃষ্ণনাম কীর্তনেই জীবের মুক্তি।" গঙ্গাধর বলেন, "না, এ শুধু গানের মাদকতা।" নিত্যানন্দ আহ্বান করেন গঙ্গাধর মিশ্রকে শ্রীবাসঅঙ্গনে এসে পরীক্ষা করতে কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য। শ্রীবাস অঙ্গনে এসে ভুল ভাঙ্গে গঙ্গাধর মিশ্রের। যখন শ্রীবাসসহ মহাপ্রভু কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা, তখন সেই গৃহেই মৃত্যু হল শ্রীবাসপুত্রের। পুত্রশোকে উন্মাদিনী শ্রীবাসপত্নী মালিনী মৃতপুত্র কোলে নিয়ে ছুটে আসেন নিমাইয়ের কাছে। বলেন, "গৌরহরি বাঁচাও

আমার পুত্রকে।" নিমাই বলেন, কৃষ্ণ নাম যদি সত্য হয়—(হে বালক, মৃত্যু-যবনিকার ওপার থেকে জাগ্রত হয়ে একবার বল—জন্ম নাই—মৃত্যু নাই—পিতা নাই—মাতা নাই—আছেন শুধু ভগবান।" বালক বলে ওঠে, "কে কার বাপ প্রভু, কে কার নন্দন। সভে আপনার কর্ম কর হে ভুঞ্জন॥ যতদিন ভাগ্যছিল পণ্ডিতের ঘরে। আছিলাঙ, এবে চলিলাঙ অন্যপুরে॥ সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার—অপরাধ না লইহ বিদায় আমার॥" গঙ্গাধর মিশ্র চমৎকৃত হ'ন—বলেন, "নিমাই, স্বীকার করছি ; কৃষ্ণ নামেই জীবের বন্ধনমুক্তি।"

তবুও চাপালগোপাল, চণ্ডিবর ইত্যাদি সমাজপতিরা বিশ্বাস করেন না কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য। নিমাই বিচলিত হন ; বলেন "আমি কি কোরলে তারা কৃষ্ণ নাম নেবে ?"

ইতিমধ্যে চলে গৌরাঙ্গকে নানাভাবে পরীক্ষার পালা। চণ্ডিবর-প্ররোচিত ব্যাধ তীরবিদ্ধ করতে চায় নিমাইকে। এক উগ্র তাপস বিষগ্রহণে আমন্ত্রণ জানায় নিমাইকে। নিমাই একে একে উত্তীর্ণ হন, অন্ধ মানুষের দুর্বুদ্ধিপ্রসূত সমস্ত পরীক্ষায়। মানুষকে বার বার দেখান কৃষ্ণনামের অমোঘ শক্তি। তবু তারা বিশ্বাস করতে চায় না—নিমাই এগিয়ে চলেন। তিনি যেন খোঁজেন পথের সন্ধান.....

ইতিমধ্যে গুহকের মৃত্যুপথযাত্রী সন্তান বেণুর প্রাণরক্ষায় নিমাই চলেন গুহকের দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু শোকাতুরা গুহকপত্নী বাধা দেয়। বলে—"আমি তোমাকে যেতে দেব না আমার ছেলের কাছে। তোমার কৃষ্ণনামে তুমি আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়েছ আমার স্বামীকে ভুলিয়েছ—আমি তোমাকে অভিশাপ দেব। ছেলেমরা মায়ের ব্যথা বুকে নিয়ে তুমি পথে পথে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াবে।"

গুহকপত্নী শিউলীর এই নিদারুণ অভিশাপে নিমাই যেন খুঁজে পান পথের সন্ধান। বলেন : "মা, এ তোমার অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ। আমি সারারাত দিশেহারা হয়ে ঘুরে ঘুরে যে পথের সন্ধান পাইনি, তুমি আজ আমায় দেখিয়ে দিলে সেই পথ।"

এমনি সময় বৈষ্ণবরা এসে পড়েন সেইখানে। নিমাই তাঁদের সম্বোধন করে বলেন : "শুনেছ, কেমন ক'রে নির্ঘাতিত মানুষের অভিসম্পাত-বজ্রপাতে সংসার-অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা পুড়ে গেছে। শাখার উর্ধ্বে অনাদি সংসার-বৃক্ষের মূল—ঐ ব্রহ্মজ্যোতিঃ—ঐ কৃষ্ণজ্যোতিঃ—ঐ জীবের আশ্রয়, গতি, শরণ ঐ জ্যোতির সন্ধান আমায় দিতে হবে—সকল জীবের দুয়ারে গিয়ে—দন্তে তৃণধারণ করে। আমি সংসার ত্যাগ করে সকল মানুষের দ্বারে দ্বারে যাব।"

বৈষ্ণবরা এই মর্মভেদী উক্তি শুনে হাহাকার করে ওঠেন। হাহাকার করে ওঠেন শচীমাতা—বধূ-বিষ্ণুপ্রিয়া—কিন্তু গৃহে ফিরে এসে মাকে প্রবোধ দিয়ে বলেন নিমাই : "তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি নবদ্বীপ ছেড়ে কোথাও যাব না, মা।"

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলেন : "তোমারও অনুমতি না নিয়ে আমি কোথাও যাব না, বিষ্ণুপ্রিয়া।"

কিন্তু সে অনুমতি তিনি কেমন করে পেলেন? শচীর আদরের দুলাল মানুষ নিমাই কি করে হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—এক মায়ের স্নেহের সন্তান কেমন কোরে হ'লেন বিশ্বমাতৃকার বরপুত্র—একবধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন-দেবতা কেমন করে হ'লেন সকল জীবের ভগবান ও নিখিল-বিশ্বপ্রেমের চিরন্তন প্রতীক, চিত্র-মায়ার এই অর্ঘ্য তারই অমর কাহিনী বহন করে এনেছে আপনাদের কাছে।

—

সঙ্গীতাংশ : [১] যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

[২] নববৃন্দাবন নব নব তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুলরে। নওল বসন্ত নওল মলয়ানিল, মাতল নবঅলি কুলরে॥ বিহরই নওল কিশোর। কালিন্দীপুলিন কুঞ্জ নব শোভন, নব নব প্রেমবিভোর॥ নবলরসাল মুকুল মধুমাতি–নব কোকিলকুল গায়রে। নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই, নবরসে কাননে ধায়রে॥

[৩] ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধির্মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ॥

[৪] আকাশ মধু বাতাস মধু মধুময় ঝরে জল। আজি লতায় মধু কুসুমে মধু মধুময় ধরাতল॥ দিবসে মধু নিশীথে মধু—দশদিশি মধুময়। আজি গগনে মধু ভুবনে মধু, প্রতি ধূলিকণা মধুময়॥—

রচনা : গোবিন্দ গোপাল॥

[৫] ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। ত্বমস্য বিশ্বস্য পরংনিধানম্॥ বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম। ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ বায়ুর্যমোগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ। প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ॥ নমো নমস্তেস্তু সহস্রকৃত্বঃ। পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে॥

[৬] এমন (প্রেমমাখা হরিনাম নিমাই কোথা হতে এনেছে। এমন সুধামাখা হরিনাম, এমন মধুমাখা হরিনাম নিমাই কোথা হতে এনেছে। ও নাম একবার শুনে হৃদয়বীণে আপনি বেজে উঠেছে॥ ওরে কে যেন কহিছে মোর কানে কানে, পারের উপায় তোদের হোল এতদিনে। (প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে, (প্রেমের ঠাকুর আমার এসেছে॥

[৭] জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ—নয়ন ন তিরপিত ভেল। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখলুঁ তবু হিয়া জুড়ন ন গেল॥

[৮] ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে। যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥

[৯] হরি হরয়ে নমঃ। কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥ গোপাল গোবিন্দনাম শ্রীমধুসূদন—বল রে, বল রে। গোপাল গোবিন্দনাম বলরে॥

[১০] জয় শঙ্খগদাধর নীলকলেবর পীতপটাম্বর দেহি পদম্। জয় সত্যজনাশ্রয় মঙ্গল কারণ অন্তিম বান্ধব দেহি পদম্। জয় দুর্জয়শাসন কেলিপরায়ণ কালীয়দমন দেহি পদম্॥ জয় ভক্তজনাশ্রয় দীনদয়াময় চিন্ময় অচ্যুত দেহি পদম্। জয় পামরপাবন ধর্মপরায়ণ দৈত্যনিসূদন দেহিপদম্॥ জয় বেদ-বিমোচন শ্রীরাধারমণ বৃন্দাবনধন দেহিপদম্। জয় চন্দনচর্চিত কুণ্ডলমণ্ডিত কৌস্তভলাঞ্ছিত

দেহি পদম্॥ জয় পঙ্কজলোচন ভ্রূকুসুশোভন পাপবিমোচন দেহি পদম্। জয় বেণুনিনাদক রাসবিহারক বঙ্কিমসুন্দর দেহি পদম্॥ জয় ধীরধুরন্ধর অদ্ভুত সুন্দর দেবসুদুর্লভ দেহি পদম্॥ জয় বিশ্ববিমোহন মানসমোহন সংস্থিতিকারণ দেহি পদম্॥

[১১] তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী, অথির বিজুরিক পাঁতিয়া। বিদ্যাপতি কহ কৈসে গমাওবি হরিবিনু দিন রাতিয়া॥

[১২] কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

[১৩] বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে, দেখা না হইত পরাণ গেলে। এতেক সহিল অবলা বলে, ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥ দুখিনীর দিন দুখেতে গেল, মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল। এসব দুখ কিছুনা গণি, তোমার কুশলে কুশল মানি॥ সব দুখ আজি গেল হে দূরে, হারান রতন আমি পাইলাম কোরে। এখন কোকিল আসিয়া করুক গান, ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥ মলয় পবন বহুক মন্দ। গগনে উদয় হউক চন্দ॥

[১৪] শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে, রাধিকার অন্তরে উল্লাস। হারানিধি পাইনু বলি, লইয়া হৃদয়ে তুলি, রাখিতে না সহে অবকাশ॥ মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ, চকোর পাইল চাঁদ, পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ। কমলিনী পাওল মধুপ॥

[১৫] ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু ওইখানে থাক, মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখ। নয়নের কাজর বয়ানে লেগেছে, কালোর উপরে কালো— প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু, দিন যাবে আজি ভাল॥

[১৬] ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবম্। ন যাচেহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্॥ সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো। জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥*

* ইহা ছাড়াও এই বাণী-চিত্রে বহু অতিরিক্ত গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

• চরিত্র-চিত্রণে •

সুচিত্রা সেন, অনুভা গুপ্তা, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, নমিতা সিংহ, বসন্ত চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি রায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা, সুদীপ্তা, রেবা, শিখারাণী, সন্তোষ সিংহ, ভূপেন চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী, তারাকুমার, অজিত চট্টোপাধ্যায়, বেচু সিংহ, মনোজ বিশ্বাস, গোকুল মুখোপাধ্যায়, শ্যামল, বাবুয়া, সমর ঘোষ, প্রভাত ঘোষাল, সুধীর চক্রবর্তী, শিবপদ ভৌমিক, পারিজাত বসু, ভবেশ বাগচী,

• কণ্ঠসংগীতে •

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, অপরেশ লাহিড়ী, গোবিন্দগোপাল, মাধুরী আচার্য, প্রতিমা বন্দ্যো:, ছবি বন্দ্যো:, সুচিত্রা মিত্র ও সুনির্মল।

[মূল্য :: তিন আনা]

দেবকী বোস প্রোডাকসন্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

আর্টিস্টস সার্কল কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত। ব্লক ও মুদ্রণ: ইন্ডিয়ান আর্ট কটেজ: ১৩, টেগোর ক্যাসল স্ট্রীট :: কলিকাতা-৬

পরিবেশক: মুভিমায়া লিমিটেড, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিত্র-মায়ার অর্ঘ্য-

ভগবান

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

11-12-53